বিপ্লব হে বিপ্লব
আবদুস শহীদ নাসিম

বিপ্লব হে বিপ্লব

আবদুস শহীদ নাসিম
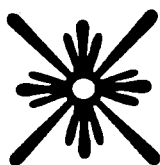
শতাব্দী প্রকাশনী

শপ্রঃ ০৩

বিপ্লব হে বিপ্লব
আবদুস শহীদ নাসিম
ISBN 984-31- 0067-0
প্রকাশনায়
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩ ১২ ৯২
প্রকাশকাল
১ম সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮
কম্পিউটার কম্পোজ
দিশারী মিডিয়া ব্রিজ
হাতিরপুল বাজার, ঢাকা-১২০৫
মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
মূল্য ঃ ৪৪.০০ টাকা মাত্র

শতাব্দী প্রকাশনী **Biplop Hae Biplop**(A collection of poems) by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shatabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A`la Maudoodi Research Academy, 491/1 Elephant Road, Moghbazar Dhaka1217, Bangladesh. Phone: 831292. Ist Edition: February 1998. **Price 44.00 Only.**

উৎসর্গ

আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহের
বিপ্লবের দীপ্তবাক

প্রবীন রাজনীতিবিদ সুসাহিত্যিক জনাব আব্বাস আলী খান বলেন

আমি কবি নই। কবি হওয়ার শখ মাঝে মধ্যে মাথায় চাপলেও চেষ্টা করিনি। তবে আলবৎ কবিতা ভালোবাসি। কবিতার মিষ্টি মধুর ছন্দ মনের গভীরে সৃষ্টি করে আনন্দ হিন্দোল। তাই ছোট বেলায় কবিতা মুখস্থ করার ভয়ানক বাতিক ছিল.।

আজকালকার কবিতায় আছে ভাব গাম্ভীর্য ও বহু শিক্ষনীয় বিষয়। তবে নেই আমাদের কালের সেই অন্ত অনুপ্রাসের ছন্দমাধুর্য। অন্তানুপ্রাস ছাড়া যে কবিতা হয় সেটা আগের কালের কবিদেরও জানা ছিলনা। এখন বেশুমার হচ্ছে এবং হচ্ছে প্রশংসিত।

জনাব আবদুস শহীদ নাসিম চুপে চুপে কবিতা রচনা করতেন এবং তা পত্র পত্রিকায় ছাপানো হতো সেকথা আমার জানা ছিলনা। এখন জেনে খুশী হলাম এবং তাঁর কবিতা পাঠ করে আনন্দ পেলাম।

তাঁর কবিতা কুৎসিত কাব্য কালচারকে চাবুক মারবে এবং অনাবিল সমাজ নির্মাণে কিছু না কিছু অবদান রাখবে এটাতো অবশ্যই কামনা করতে পারি।

স্বগত

কবিরা স্বভাবজাত। আমি স্বভাবজাত কবি নই। কবিতা রচনার রণক্ষেত্র হলো ইমোশন, ইমাজিনেশন এবং থট। চিন্তার লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে হৃদয়ে জেগেছিল কল্পনা আর স্বপ্নসাধ। তা হৃদয় সমুদ্রে আবেগোচ্ছ্বসিত বিক্ষুব্ধ তরংগের রূপ নেয়। সে চিন্তা, সে কল্পনা, সে স্বপ্নস্বাধ, সে আবেগের বিক্ষুব্ধ তরংগ ছিলো একটি বিপ্লবের জন্যে। চেয়েছিলাম তাকে কাছে পেতে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরতে, তার গতরে মাথা রেখে সুখের ঘুম ঘুমোতে, শান্তির পায়রা উড়োতে। তারি জন্যে নিবেদন করেছিলাম কবিতা। বাহাত্তর থেকে স্ফীত হতে থাকে সেই কাব্যাবেগের ঢেউ। আশি পর্যন্ত স্ফীত হয়ে নামতে থাকে। পঁচাশিতে তা নিস্তরংগ হয়ে পড়ে। সমস্ত ইমোশন, ইমাজিনেশন থটে রূপান্তরিত হয়। শুরু হয় বিকল্প ধারা। ধারাপাত হয়নি এখনো তার।

এই হলো কাব্যিকতার ইতিবৃত্ত। ক্যারেসমেটিক কবিতা এগুলো নয় বটে, সাম্পান তবু ভিড়তে চায় তটে।

আবদুস শহীদ নাসিম

কবিতাসূচি

বিপ্লব হে বিপ্লব

তুমি
একটি লাল রঙের ফড়িং
আমি সতর্ক শিকারীর মতোন
দুই আঙ্গুলের ফাঁদে ধরতে গেলেই
হঠাৎ উড়ে যাও অন্যত্র আর এক ডালে!
তুমি
তৈলচিত্রে আঁকা একটি পানকৌড়ি
চঞ্চল সাঁতার কাটো লালার দীঘিতে,
আমি বন্দুক উঁচিয়ে ট্রিগারে হাত দিতেই
ডুব দিয়ে চলে যাও কচুরিপানার নীচে!
তুমি
এক ঝিলিক বিদ্যুৎ
আকাশে মেঘ করতেই
হঠাৎ একটি আলোর খেল দেখিয়ে
চলে যাও অসীম শূন্যতায়!
কতকাল খেলবে আর লুকোচুরি
আমার খোয়াবের খলীল তুমি
বিপ্লব হে বিপ্লব ?

(দৈনিক সংগ্রাম : ২৬ মার্চ ১৯৮১)

সত্যের সংগ্রাম

সূর্য সিতারা চলে অনিমেষ
অবধারিত গন্তব্য পথে, ছায়াপথ সৌরমণ্ডল
সাঁতরায় আপন রথে অনুক্ষণ,
সমস্ত প্রকৃতি তার নিঃশব্দ ডানা মেলে
উড়ে চলে অবিরাম
মহাসত্যের পতাকা বয়ে।

শয়তান! অভিশপ্ত শয়তান বসে আছে
পথের বাঁকে বাঁকে উন্মত্ত
কামনার চেরাগ জ্বেলে,
লালসার পসরা হাতে অভিশপ্ত শয়তান
সুড়সুড়ি দেয় মানুষের ফুস্‌ফুসে
মিথ্যার ফুলঝুরি ডালা নিয়ে।

চলে সংগ্রাম—
সংগ্রাম চলে শয়তানের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে,
সংগ্রাম চলে নমরূদের নারকীয় প্রাসাদে,
সংগ্রাম চলে ফেরাউনের জাতীয় সভামঞ্চে,
সংগ্রাম চলে কারূনের কোষাগারে,
সংগ্রাম চলে আবু জেহেলের বাপদাদার সাম্রাজ্যে ;

সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়
আফগান-সাইপ্রাস-ফিলিপাইন-মিন্দানাউয়ে,
সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে দেশ-দেশান্তরে,

সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে নগরে-বন্দরে-গ্রামে,
মিথ্যা-বাতিলের শিকড় কেটে
সংগ্রাম এগিয়ে চলে ঘরে- কুঁড়ে ঘরে।

মানচিত্রের আযাদি কপালে এঁকে
চলে সত্যের সংগ্রাম,
মযলুমের আর্তনাদ বয়ে চলে সংগ্রাম,
যালিমের রাংগা চোখ নাংগা করে
চলে সংগ্রাম,
বনি আদমের মুক্তিবাণী বুকে করে তীর্যক
এগিয়ে যায় ছড়িয়ে যায় সর্বত্র
সংগ্রাম
সত্যের সংগ্রাম..... ।

(দৈনিক সংগ্রাম : ১৭ জানুয়ারি '৮৫)

শতাব্দীর ডাক

পর্দা সরিয়ে দাও !
কালো কুচকুচে দাগ আবিল ফানুস
ফাটা ফাটা ছেঁড়া ছেঁড়া ঝরঝরে
বিবর্ণ বস্ত্রহীন কুকুরের লাশ
শকুনের ঘাটাঘাটি মাছির ভন ভন
উইপোকার ঘর বাড়ি লাথি মেরে ভেঙ্গে দাও !
ঘুণে ধরা চেয়ার টেবিল
কর্কশ মাউথ পিস চশমার কাঁচ
চুর চুর করে ভেঙ্গে দাও !
কারিগর!
যন্ত্রপাতি পাঠক্রম হাতে নিয়ে বসে যাও
গড়ে তোল নতুন ঘর
নতুন ভবন !
কারিগর !
শতাব্দী তোমাকে ডাকে অনুক্ষণ !

১৯৮০

মিছিল

মিছিল ! মিছিল ! মিছিল !
মিছিল বেরিয়েছে জনতার মিছিল !
সংগ্রামের পতাকা
বিপ্লবের শ্লোগান
বুকে চিরন্তন সংবিধান
সংসদের অভিধান
জনতার মিছিল
সমর্পিত প্রাণ
কাম্য তাদের
অম্লান
আত্মদান!

মিছিল! মিছিল! মিছিল!
মিছিল বেরিয়েছে জনতার মিছিল
কাতারে কাতারে চলে
মানুষের মিছিল
গিরি নদী
প্রান্তর পেরিয়ে
দুর্নিবার শ্লোগানে
রক্ত শপথ
বিপ্লবের আহ্বানে!
মিছিল! মিছিল! মিছিল!
মিছিল বেরিয়েছে জনতার মিছিল!
এগিয়ে যায় মিছিল যেখানে অপেক্ষমান
ফেরদৌসের অফুরান
হুর ও গিলমান !

১৯৮০

জিহাদের আহ্বান

পশ্চিম আকাশে বিরাট আগুনের মটকার মতো
সূর্য অস্ত যায়।
জাপান থাইল্যান্ড বার্মা ভিয়েতনাম থেকে
চট্টলার গিরিচূড়া পেরিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে
মাড়িয়ে আসে আওলীয়াদের স্মৃতিস্তম্ভ।
সৈনিক শাহজালালের সমাধি
হাজী শরীয়তউল্লাহর কর্ষণভূমি আর
মুন্সী মেহেরুল্লাহর নিবাস পেরিয়ে
জুলমাত-জমকালো আঁচল ছড়িয়ে
কালু বেপারীর ছাড়াবাড়ির মতো
নিঃস্তব্ধ শর্বরী।

তখন চেরাগ জ্বেলে অতিদূর পাড়াগাঁয়
মলিন পাণ্ডুলিপি– কিতাবপত্তর নিয়ে বসে যাই
চিলের বাসার মতো কোণ দিয়ে ধসে পড়া
এক নিভৃত নিঝুম কুড়েঘরে
কদমের ডাল অথবা তালের চূড়া থেকে
কখনো কখনো ডিমে তা' দেয়া
দু'একটি কুরুয়ালের কর্কশ ডাক
মধুর হয়ে লীন হয়ে আসে...... !

ছিন্ন মলিন পাণ্ডুলিপির পরতে পরতে
আমার প্রতিটি দৃষ্টি আমাকে শিহরিত করে তোলে,
আমি পুলকিত হই, উত্তেজিত হই,
কখনো কোষমুক্ত করে দিই শাহজালালের তরবারি,
কখনো তিতুর নির্দেশে গড়ে তুলি
গড়ে তুলি জেহাদের ঘাটি বাঁশের কেল্লা।

কখনো সহস্র মাইল পাড়ি জমাই
খেলাফতের দাবিতে এগিয়ে আসা
মযলুম সেনাদলের তৌহীদি আস্তানায়!

কখনো সিংহ শাবক টিপুর নির্দেশে
প্রতিরোধ গড়ে তুলি বাংগালোরে.... ।

এমনি–
এমনি করে আমার রক্তাক্ত তরবারি
আমার অন্তরের ঈমানি আগুনকে
প্রবল উত্তেজনায় দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়,
আর শিরায় শিরায় রক্তের দ্রুত স্পন্দন
আমার দেহকে কম্পমান করে তোলে।
আমার মৃত বাসনার স্পন্দনে
আমার শরীরের প্রতিটি লোম
তীর্যক শির উঁচু করে দাঁড়ায়

ঠিক তখুনি–
মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসে
মুয়াজ্জিনের তাকবীর ধ্বনি,
জিহাদের আহবান...... ।

(জাহানে নও ১৯৭৭)

আমার স্বপ্ন রংগীন সরণি

রাত শেষ হয়ে এলে আজো আমি
বেলালের আজান শুনি প্রতিদিন আর
শহরতলীর কুটীরের পাশে
আজো শুনি উমরের পদধ্বনি!
আকাশে আকাশে নীলিমায় ছড়িয়ে আছে
সালাহউদ্দিনের গভীর হৃদয়
আর উত্তপ্ত দুপুরে হামজার কলিজা
আজও আমার শুধুই অশ্রু ঝরায়।
জাফর তাইয়ারের শহীদি আত্মা
আমাকে ডেকে নেয় মুতার প্রান্তরে !
উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক
আমাকে উন্মাদ করে। প্রতি রাত্রে
আমি স্বপ্ন দেখি কারবালার
ইনকিলাবের আদি সূর্য

হোসেনের রক্তশির। আমাকে
আহত করে প্রতি রাত্রে
ফিলিস্তিনের উদ্বাস্তু শিবির আর
কাশ্মীরি জনতার
আর্তনাদ! আমি
জনতার কোলাহলে খুঁজে নিয়েছি পথ,
আমার স্বপ্ন রঙিন সরণি
সাজিয়েছেন স্বয়ং রসূলে খোদা।

আর ঐ কান পেতে শুনো
আমার পিছন থেকে ভেসে আসে শুধু
শকুনের কলরব।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২৬ মার্চ ১৯৭৯)

শুভ্রতা বয়ে আনুক

আজকাল সামান্য শব্দে ভীত আমি! আমি ভীষণ ভীত!
শতেক শিয়েলের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়
দুপুর রাত্রে, আমি 'মা' 'মা' করে মাকে ডাকি,
আমি আত্মগোপন করি নির্জন থেকে নির্জনতায়,
তবু
মুহুর্মুহু শব্দ আমার অনুগামী হয়,
আমি কান খাড়া করে চকিত হই !
পৃথিবীর সমবেত মযলুমের আর্তনাদ
আমার অন্তরে টেলিপ্রিন্টারের মতো কাজ করে
আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে
সরীসৃপের মতো নিঃশব্দে এগুতে থাকি !

মানিক!
পৃথিবীর সমস্ত মানবিক শব্দ এখন নির্বাক
শিয়েল শকুনের উল্লাসে মেতে উঠে যমীন,
আমি সরীসৃপের মতো নির্জনে এগুতে থাকি।
পশুবাদের ধ্বংসলীলায়
আমার সমস্ত অবয়ব রক্তাক্ত, আমার আব্বা-আম্মা
আমার সন্তান আমার ভাই-বোনেরা কোথায়?
শিয়েলের সাথে অবিরাম লড়াই করে
জীবনটাকে ধরে আছি হাতের মুঠোয়,
ঐ ঐ শোনো হাজার হাজার শিয়েলের দাম্ভিক উল্লাস!
রক্ত ও মাংসের নেশায় ওরা উত্তেজিত।

মানিক !
ইটের উপর ইট রেখে দুর্জয় এক ইমারত গড়ো।
বেঁতশ বনে 'ডাহুকের ডাক' আর
মৌসুমী হাওয়ায় 'নারঙ্গী বনের সবুজ পাতা'
কাঁপিয়ে তোলো।
অন্ধকারে রোদের বিচ্ছুরিত স্বেদ আর
মযলুম মানুষের দুয়ারে
সুবহে সাদিকের শুভ্রতা বয়ে আনো।
বয়ে আনো..... ।

(সাপ্তাহিক সোনার বাংলা : ২৬ মার্চ ৮৩)

অনাগত শিশু

রাত্রে বিছানায় গেলে পৃথিবীর রঙ
অনাবিল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে
শীতকালীন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে
কুয়াশার পর্দায় ঘেরা ভোরের মতোন
আমার দু'চোখে।

আমার দু'চোখে রঙিন টমেটোর মতোন
প্রতিদিনকার সূর্য ওঠে। রাতের সজীব বাতাস
জ্যোতির্ময় আলোর পর্দা প্রতি সন্ধ্যায়
প্রতি রাত্রে এক অনাগত শিশুর
সফর শেষ হবার বার্তা বলে যায়
চুপে চুপে

তর্জনীর সতর্ক ইশারায়।
বন্ধুবর! তোমার সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে
তৈরি করে রাখো শ্যামলি এক প্রাসাদ
প্রহরীর প্রয়োজন নেই দরজায়। দিনের সম্রাট সূর্য
রাতের নকীবকে বলে গ্যাছে

কানে কানে ঃ কাল ভোরে
পৃথিবীতে আসবে এক শিশু
সূর্য রথে! তোমার লাশ শূলে তুলে
প্রাসাদের চারিপাশে জনতার ভিড়
'আমাদের কান্ডারীর জয়' বলে
শ্লোগান দেবে।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২১ ফেব্রুয়ারি '৭৯)

বিজনে বিনিদ্র বিলাস

বিজনে বিনিদ্র বিলাস সে তুমি চাওনা
দেহের মধ্যভাগে তিতাসের সুতীব্র ফাউন্ডেশন
বিকেলের বারান্দায় বর্ণাঢ্য বসন
পানকৌড়ি চকখড়ি আঁকে ব্ল্যাক বোর্ডে
আহা! কলিজা ধড়পড় করে ধড় পড়,
একটা কথা বলা হয়নি কখনো
এখনো তা 'হৃদয়ের দ্বিধা থর থর চূড়ে'
নীলিমার মতো কাঁপে রোদ্দুরে,
অরণ্যে অভিসারী হতাশ যদি
হৃদয়ের কোলাহল থামিয়ে আমরা
একদিন পৌঁছে যাবো তিতাসের তীরে....
তখোন হয়তো বলবো ঃ
সে নামটি আজ আর মনে নেই।
রহস্যের আবডালে খেলা করে সকাল বিকেল
নীলিমায় ভেসে বেড়ায় নিরাভরণ
সে ছিলো একদিন আমার হাতের মুঠোয়
একটি পাখি বুলবুলি
আমার তন্দ্রা আসতেই সে উড়ে গেলো
অসীম শূন্যতায়....।।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২৩ মার্চ '৮০)

আমার কবিতার ভাষা

সখ আর সৌখিনতা
দুটোই
সে যুগে
তোমাকে ছোঁয়নি কভু,
রক্তনদী পেরিয়ে মুক্ত তবু
হে ভাষা, আমার কবিতার ভাষা
তোমাকে ছোঁয়নি কভু
সখ আর সৌখিনতা, কারণ
তুমি তো জানো

আমরা এলিট-বুরোক্রেট
আর তুমি গেঁয়ো,
অজ পাড়াগাঁর
চাষা মজুর আর
বউ ঝি'র মুখের গন্ধ
তোমার গতরে,
আমাদের টেবিল টক টেলি যোগাযোগ

আর
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়
তোমাকে শোভা পায় কি?
নোয়াখালী সিলেট চাটগাঁয়
রংপুর পুরনো ঢাকায়
বুলির বিচিত্র তুলিকায়

অলঙ্কৃত করেছি তোমায়!
বঙ্গ ললনাদের কাইজায়
জীবন্ত হয়ে ওঠে
তোমার অপূর্ব শিল্প শৈলী

এবং
তোমার প্রতি যদি
আসে কোনো আঘাত
নির্ঘাত রাজপথে ঢেলে দেব
এক বুক তাজা রক্ত হে ভাষা !

আমার কবিতার ভাষা
সখ আর সৌখিনতা
তোমাকে ছোঁয়নি কভু
রক্তনদী পেরিয়ে মুক্ত
তবু...... ।।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১)

গর্বিত শমশির

(হযরত আলীর কবিতার অনুবাদ)

ফাতিমা, নবীনন্দিনী ওগো !
এসো, এ তলোয়ার নাও গর্বিত শমশীর !
ভীরুতা কিংবা পরাজয়ের কালিমা
আলীর তরবারি স্পর্শ করেনি কভু।
কারণ,
বীরের বংশধর বীর আমি দুর্নিবার সংগ্রামী
আপোষহীন সিংহশাবক বীর যোদ্ধা আমি!
ফাতিমা!
মানুষের প্রভু দয়াময় রহমানের ভালোবাসা
আর নবী আহমদের সাথিত্বের জন্যে
আমার পরিক্ষা নেয়া হয়। আমি বিজয়ী বীর,
যেহেতু
আল্লার পুরস্কার তাঁর সন্তোষ আর
নেয়ামতে ভরা জান্নাতের কামনাই
উদ্দীপ্ত জীবনের লক্ষ্য আমার। বক্ষ আমার
স্ফীত হয়, যুদ্ধের দামামা গর্জে ওঠে
যখন জেহাদের ময়দানে! সেখানেও
চুম্বন করে বিজয়-গৌরব আমার ললাট
আর আবদ দার পুত্রের শির ছিলো
আমার টারগেট! তীক্ষ্ণ ধার তলোয়ার
দ্বি-খন্ডিত করে রেখে দেয় সে শির। মুষ্টির
তলোয়ার আমার সুরাইয়া সিতারার মতোন
কাফির দুশমনের শির
ছেদন করে অবিরাম এবং বিলকুল
বিরান করে শত্রুর জমায়েত আর
যালেমের বিরান ভূমে হাসি ফোটায়
মযলুম জনতার।

(দৈনিক সংগ্রাম : ২১ জুন ৮৪)

আমি রুখে দাঁড়াবো

বিচিত্র হাওয়ার তরঙ্গাভিঘাতে এলিয়ে যায় বার বার
আমার মস্তিষ্কের খামারে অঙ্কুরিত
'শাজারায়ে তাইয়েবা'র নিকুঞ্জ বীথি
আমি নিজেকে সাজিয়ে নিই
কুড়িয়ে নেই ছিটকে পড়া বীজগুলি
আবার বপন করি
সার দিই
পানি ঢালি শিকড়ে অবিরত।
একটু পরেই ঘূর্ণি আসে
আবার এই সুন্দর সুশ্রী চারাগুলো
ভেঙ্গে চুরে করে দেয় ছিন্নমূল।

আবার বীজ লাগাই
পানি ঢালি আবার
আবার হাওয়া আসে
আসে রূপ নিয়ে পশ্চিমা হাওয়া
আমাকে তাক লাগিয়ে দেয়।
উত্তরি হাওয়া আসে
আবার পূবালি হাওয়া নাক গলায়
সন্ধ্যা বেলায়।

কিন্তু আমি দেখছি এ বসন্তের দিনে
ঘূর্ণি হাওয়া আমার সারি বাঁধা নিকুঞ্জকে
বিদগ্ধ করে আগ্নেয়গিরিতে নিপতিত
প্রমত্ত পতঙ্গের মতো।

এবার আমি বিচলিত হলাম
আমি উপলব্ধি করলাম আমার নিজেকে
বার বার যন্ত্রণার আঘাতে আমার বিক্ষুব্ধ প্রাণ
এবার ফনিনীর মতোন মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো ঃ
ক্যানো আমি সইব এত যন্ত্রণা?
আমার এ পল্লবিত বনানীতে ক্যানো...
পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তরের প্রজ্জ্বলিত...
আগ্নেয়গিরির শিখা?

এ খামারকে তো আমিই চষেছি
সার দিয়েছি... পানি ঢেলেছি
এখন এখানে পল্লবিত নিকুঞ্জ...
আমার কুসুমিত সুরভিত বীথিকা!
ক'দিন পরেই তো ফল হবে... সুমিষ্ট ফল...
আংগুর কমলালেবু পেয়ারা আনার !
তখন আমার পোষা পায়রাগুলো
উড়ে উড়ে পাকা ফল খাবে আর
কোকিলেরা গাইবে গান মধুর তানে।

তাই আমি রুখে দাঁড়াবো।
আগ্নেয়গিরি থেকে ভেসে আসা তপ্ত হাওয়ার ছোঁয়া
আমার সাজানো বাগানে
প্রবেশ করতে আমি দেবনা।
আমি এ অগ্নি হাওয়ার বাহকদের রুখে দাঁড়াবো
আমার শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে।
আমি সজ্জিত হবো
রণমুখী বীরের মতো
আমি সজ্জিত হবো খালিদ বিন
ওলীদের মতো
টিপু আর বাবরের মতো।

তখন সমস্ত ধ্বংসোন্মুখ বাগানের মালিকেরাও
এসে দাঁড়াবে আমার সারিতে,
এক দুর্জয় শক্তির চরম আঘাতে
ধূলিসাৎ করে দেবো
সমস্ত অগ্নি হাওয়ার পূজারীদের !
তখন আবার শান্ত হবে চরাচর
নির্বিঘ্নে বইবে বসন্ত সমীরণ।

তখন আবার বিস্তীর্ণ ধরণীতে সম্প্রসারিত হবে
'শাজারাযে তাইয়েবার' পল্লবিত শ্যামল শাখা,
তখন আবার ডালে ডালে উড়ে বেড়াবে
শান্তির প্রতীক
ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা।

(দৈনিক সংগ্রাম : ১২ জুলাই '৭৭)

অজ্ঞতা মৃত্যু সময়

(হযরত আলীর কবিতার অনুবাদ)

ক. অজ্ঞতা

মরার আগেই মরে মানুষ অজ্ঞতারই অন্ধকারে
কবর দেয়ার আগেই কবর বিশাল তাদের দেহঘরে।

খ. মৃত্যু

রাত্রি-নিশি বালিশ থেকে আমার মাথা রয় দূরে
মৃত্যুভয়ে কাঁদি ভেবে, থাকতে হবে গোরপুরে?

শক্ত-কঠিন মৃত্যুকালের ভয় যারে যাতন করে
স্বপ্নপুরীর সুখের খবর কেমন করে রাখবে সে রে?

পাক ধরেছে রোপন করা আপন ক্ষেতের ধান যবে
ফসল তোমার আনতে ঘরে কাস্তে হাতে যেতেই হবে।

গ. সময়

আমরা ছিলাম খাঁচায় পুরা পরিপাটি জোড়-পায়রা।
সুস্থ জীবন ভোগ-বিহারে মত্ত ছিলাম মাতোয়ারা।
নিঠুর সময় রচলো বিভেদ পরস্পরে যোজন দূর
একগুঁয়ে কাল ছিন্ন করে রাখলো ধরে কোন্ সুদূর!

(দৈনিক সংগ্রাম : ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)

শাহাদাতের তপ্তলহু

(বাদশাহ ফয়সল নিহত হবার খবর শুনে....)

শাহাদাতের তপ্ত লহু বয়ে আনে যমীনের বুকে
স্বর্গ হতে আবে-হায়াত। জেগে উঠে তাই
দিকে দিকে অসংখ্য উত্তরসুরী- খালিদ,
মূসা তারিক আলী হায়দর।

শহীদি খুনের ক্ষুদ্র সব কণিকা ছড়িয়ে পড়ে
যমীনের পরে বিষাক্ত মাইন অথবা
আনবিক বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়ে দুর্বার
অপ্রতিরোধ্য উল্কার গতিতে।

ফয়সল তুমি শুয়ে থাকো রিয়াদের
জান্নাতি বাগে অথবা নীড় বেঁধে নাও
বিধাতার আসন আরশের কিনারায়। কারণ,
তোমার মৃত্যু জানি সে মৃত্যু নয়
জীবনের সূচনা ! অমর তুমি যদিও ঘাতক তোমার
রাখেনা সে খবর।

কারবালা যতো ঘটে যমীনের বুকে
মর্দে মুমিনেরা জেগে উঠে নব উদ্দীপনা ভরে
খালিদ মুসা তারিক অথবা আলী হায়দরের মতো
আপোষহীন সংগ্রামের শপথ নিয়ে।

(মাসিক মদীনা : মে '৭৫)
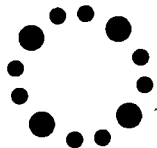
দোহাই খোদার

'দোহাই খোদার ওরে তোরা চুপ কর'
আমারে নির্জনে ভাবতে দে অবসর

তবুও মনে রেখো প্রিয়তম
ক্যামেলিয়ার মতো টবে যদি ফুটে থাকো
মধুমাছি আসবেই।
পদ্ম হয়ে লেকে যদি ভেসে থাকো
ভ্রমর তাতে বসবেই!
হরিণীর মতো বনে যদি ঘুরে বেড়াও
গুলির শব্দ শুনবেই।
তুমি কি জানোনা মতিহার সবুজে
দাউ দাউ করে পলাশ রাঙ্গা আগুন জ্বলে
বিকেলের সোনালি রোদ্দুরে?
আমি দেখেছি পদ্মা পাড়ে
ফুটন্ত ফুলের মেলা,
সবই রক্তগোলাপ নয়তো কৃষ্ণচূড়া।
সবচেয়ে ভালো হবে প্রিয়তম!
আমার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায়
বাল্ব হয়ে জ্বলে থাকো।
আমার মনের টবে
বেল ফুল হয়ে ফুটে থাকো
আমার ড্রেসিং টেবিলে
আরশি হয়ে হৃদয়ে খুলে থাকো।
এখানে কামরা ভরা সুরভি
সুসজ্জিত আসন শুধু তোমারই
তোমারই শুধু তোমার।।

(রক্তিমাভা : ১৯৭৯)

সাথি আমার

সাথি আমার
বন্ধু আমার বলতে পারো
তৃষিত বক্ষে মরিচীকার সমুদ্রে
কতকাল দৌড়াবে আর? পানি তোমার
হবে নাকো নসীব...... ।

সাথি আমার
মিতা আমার
শপথ করো আজ সংগোপনে
মানুষের এই পৃথিবী আমরা
সাজাবো আবার দীপ্ত আলোর রোশনিতে!

সাথি আমার
দোস্ত আমার
শহীদ মালেক-মাদানির রক্তঝরা এই মাটি
খানজাহান শাহজালাল আর
শত আওলিয়ার এই কর্ষিত ভূমে
চলো আমরা
সীরাতে রাসূলের খামার গড়ে তুলি!

ভাই আমার
সাথি আমার
বাবলা তলার সেই শপথ
বদর তবুকের সেই জজবা
মহা বিজয়ে ক্ষমার সেই মহিমা
আরাফাতে মানবতার সেই মুক্তির ঘোষণা
রক্ত পাথার সাঁতরে আবার
মানুষের দুয়ারে দিই পৌঁছে।

(রেনেসাঁ : জানুয়ারি '৮০)

বাংলাদেশের ছবি

কী জানি কোন্ খেয়ালে সেদিন
আমার ঘরণি অনুরোধ করলো
'বাংলাদেশের ছবি আঁকো'
আমি ছবি আঁকলাম : গোমতি
পদ্মা মেঘনা তিতাস বুড়িগংগা
আম জাম ধান পাট বেগুন সরিষা
ইলিশ বোয়াল রুই কাতল চিংড়ি
পা'জামা পাঞ্জাবি গামছা লুঙ্গি
দরগা মসজিদ দাড়িটুপি
ঢাকা খুলনা চাটগাঁ চাঁদপুর সিলেট
জাহাজ নৌকা বোট সাম্পান
সাইকেল রিক্সা বাস কার ঠেলাগাড়ি
মুসলিম লীগ আওয়ামী লীগ ডিএল
জাসদ বিএনপি জামায়াতে ইসলামী
আজাদ ইত্তেফাক সংবাদ সংগ্রাম
বেগম চিত্রালী বিচিত্রা ঢাকা ডাইজেস্ট
ধানমণ্ডি গুলশান বনানী বেইলী রোড
বঙ্গভবন বায়তুল মোকাররম নিউ মার্কেট
খিলজি তিতুমীর শরীয়তুল্লাহ শাহজালাল
সরওয়ার্দী শেরে বাংলা শেখ মুজিব
গোলাম আযম ভাসানী মোস্তাক জিয়া
শীত শরৎ বৃষ্টি খরা।
কী জানি কোন্ খেয়ালে সেদিন
আমার ঘরণি অনুরোধ করলো ঃ
বাঙলাদেশের ছবি আঁকো
আমি ছবি আঁকলাম
সে বললো ঃ 'অসম্পূর্ণ'
জিজ্ঞেস করলুম ঃ কী বাকি?
সে বললো ঃ ছায়া ব্লাউজ চুড়ি শাড়ি
সুঁই সুতা রান্না-বাড়ি কান্না-কাটি।।

(মিছিল : মার্চ ৮০)

জসরের মাটি

জসরের মাটি আমার বুকের মতোন
হৃদয়ের পাশে থাকে।
শহীদরে! এমন কেউ কেউ হয়ে থাকে
অবুঝ মন গোলাপ দেখলে ছিঁড়ে ফেলে।
তবুও হৃদয়ের গোলাপ পাঁপড়ি মেলে দেয়
'মুজাহিদ' জবিনের ইতিহাস কথা কয়।
তখন কৃষ্ণপক্ষ চাঁদের আয়ু ছিল না আর
অমানিশায় দুপুর রাতের আকাশ
চৌধুরী বাড়ির নবজাত শিশুর মতোন
আকাশে আকাশে ছড়িয়ে আছে অগণন নক্ষত্র
এবং একটি 'হিলালের' অপেক্ষায় হৃদয়ে
দ্রিম দ্রিম দুরু দুরু কম্পন জাগে।
সেই জনারণ্যে মুহুর্মুহু আওয়াজ
এবং সেই মঞ্চের আমি একক নায়ক।
সবার দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে আমি মাঝে মধ্যে
দেখে নিতুম সাঈদ ভাই আড়ালে আছেন কিনা?
আমি তাকাতেই তিনি হাত নেড়ে
তাঁর অবস্থানের প্রতি ইশারা করতেন।
এতে আমার ভাবমূর্তি অটুট থাকতো এবং
একেকটি নক্ষত্র ধীরে ধীরে মঞ্চে আসতো।
আমার কপালে চুমু দিয়ে
আবার চলে যেতো নিজ নিজ আসনে।
পনরই আগস্ট লাউজানি থেকে ফিরতেই
বড় ভাই জড়িয়ে ধরেন বুকে মুক্তির উল্লাসে।
আবেদ মামা বড় বিনয়ী মানুষ
অনির্বাণ ধারায় যেনো হাসি মুখে মুক্তা ঝরে।
মধুভাষী উকিল সাব বড় সরল মানুষ
এলেই বিপ্লবী কণ্ঠে জানাতেন সম্ভাষণ।
সেই সব কথা আজ খোয়াবের মতোন।
সেই সব স্মৃতি আজ জীবনের মধুমাস।

শহীদরে! আমি না বলেছিলুম
আমার দ্যাখা পাবে রোজ রোজ শেখহাটির মুখে
বুড়ি ভৈরবের পুল, ঢাকা রোড
কিংবা হাজি মুহসিন সড়কে। এঁকে বেঁকে
আমি হেঁটে চলি জামে মসজিদ লেন
রেল রোড, মুজিব সড়ক কিংবা চুড়িপট্টিতে।
আমার আস্তানা তুমি খুঁজে পাবে
জসর অপটিক্যাল, বারান্দীপাড়া আর
বায়তুস সালামের পাশে।
শহীদরে! জীবনে এমন হয়ে থাকে, এমন হয়।
তবুও তো কথা কয় কানে কানে স্মৃতি
তবুতো তোরা আজ জীবনের শুকতারা!
সাথি আমার! মিতা আমার।
জনারণ্যে জনতার কোলাহলে যে নারীর হাত
সাত সকালে সন্ধ্যা রাতে দুপুর রোদে
পিসতো হলুদ ভাংতো পাথর
সেই মহিয়সীর কথা কেমন করে ভুলি আমি?
যেমন স্যালুলয়েডের পর্দার আড়াল থেকে নায়িকা
সর্বক্ষণ সর্তক রাখে জনতার গ্যালারি
সেই দূর নেপথ্যে এক বিগলিত হৃদয় আমি!
বাস্তবতার ঝুলি কাঁধে নিয়ে প্রিন্টিং প্রেসে এলে
শুভ্র মুখমণ্ডলে হাসি ফোটাতেন ভাই মুস্তানুর।
নাসির সাহেব 'বাপ' বলে ডাকতেন এবং
তাতে তার হৃদয়টি খুলে যেতো আয়নার মতোন।

শহীদরে! এখানে আমার নিজস্ব ভুবন
এবং সে আকাশের নক্ষত্রমালা আমার মস্তিষ্কে
মানিক রতন।
শহীদরে! জসরের মাটি আমার বুকের মতোন
হৃদয়ের পাশে থাকে।।

(সাপ্তাহিক মুজাহিদ : ২৬ অক্টোবর '৮১)

সুসময়ের মুখোমুখি

একটু তাকাও, এদিকে দ্যাখো।
আমি এক নতুন মানুষ আজ
সম্ভাবনার এক নতুন পৃথিবী
এবং একটি আলোর
আলৌকিক বিস্ময় আমি এনেছি ব'য়ে।
আজ এক নতুন মানুষ আমি
প্রথম বারের মতো এবার প্রিয়তম
নিয়ে যাবো তোমায়
সুসময়ের মুখোমুখি।
একটু তাকাও, এদিকে দ্যাখো!
তোমার জন্যে এনেছি ব'য়ে
একটি রক্তগোলাপ
অতি মনোরম চোখ জুড়ানো
একটি চমৎকার রক্ত গোলাপ
তোমার প্রিয়তম
আমার প্রিয়তম
একটি সুরভিত রক্তগোলাপ
তোমার জন্যে এনেছি ব'য়ে
নিরুপদ্রব সমুদ্রের তলদেশে
নিঃশব্দে পড়ে থাকা ঝিনুকের
একক মুক্তা
একটু তাকাও, এদিকে দ্যাখো!

(১৯৮০)
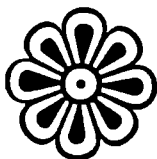
মানুষের মিছিল

বিশ তিরিশ ষাট আশি লাখ মানুষের মিছিল
আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো !
তাদের পরনে কফিন এবং হাতে কিংখাবে মোড়ানো
একখানা কিতাব, মুখে শ্লোগান ঃ
'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবোনা....'
আমি ভীষণ চিল্লিয়ে তাদের
আকাশ বাতাস কাঁপানো শ্লোগান
একটু থামাতে বললে প্রতিধ্বনি ভেসে এলো ঃ
'এ মিছিলের শ্লোগান কখনো থামবেনা'।
আমি জিজ্ঞেস করলুম ঃ তোমরা এখানে ক্যানো এসেছো ?
'আমরা আপনাকে চাই'
বলে তারা জবাব দিলো এবং আরো বললো
'আমরা আপনাকে পেতে চাই মিছিলের পুরোভাগে'।
এ মিছিল কোথায় যাবে ?
তোমাদের হাতে এটি কী কিতাব আর কেনো
তোমাদের পরনেই বা কফিন ?
তারা বললো ঃ 'আমাদের মনযিলের ঠিকানা'
লেখা আছে এই কিতাবের পাতায় পাতায়
এবং এই কিতাবের নাম আল-কুরআন
মনযিলে পৌঁছার দুর্নিবার সংগ্রামে
আমৃত্যু এগিয়ে যাবে মিছিল
কফিন নিয়েছি সাথে করে তাই?
তাদের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল
প্রদীপ্ত জ্যোতিতে ভাস্বর আর
স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অনাবিল আকাঙ্খা
উদ্বেলিত করেছে ওদের হৃদয়।
আমি বললাম ঃ চলুন
এবং পতাকা হাতে নিয়ে মিছিলে শামিল হয়ে গেলাম।
পিছন থেকে মা বললেন ঃ 'ফী আমানিল্লাহ'
আর স্ত্রীর কণ্ঠ ভেসে এলো–
ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালীবুন।।

(১৯৮০)

৩—

আমার চেতনায় তুমি

আমার শিরায় শিরায়
আমার ধমনীর রক্ত ধারায়
আমার হাড়ে আমার মাংসে
মিশে আছো তুমি খাদ্যপ্রাণের মতো।
আমার মনের চোখে
আমার মণির চোখে
আমার চেতনায় আমার স্বপ্নালোকে
ভেসে আছো তুমি পূর্ণিমা চাঁদের মতো।
আমার কর্ম মাঠে
আমার চলার ঘাটে
আমার সংগ্রাম জীবনের পাটে পাটে
প্রদীপ্ত পরিচালক তুমি অবিরত।
আমার দুইপা চলে
আমার পুত্র কন্যা চলে
আমার ঘরে ঘরণি চলে
আমার কলম চলে যবান চলে
তোমার পদাংকে পা ফেলে হে রসূল !

(দৈনিক সংগ্রাম : ১৯৭৭)

ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলে হেসে

(মাওলানা মওদূদীর মৃত্যুর খবর শুনে)

জাহেলি জুলমাতে বিলীন যখন মুসলিম জাতি,
তেল ঢেলে ঢেলে জ্বালিয়েছ তৌহিদি মশালবাতি।
কালেমার মশাল নিয়ে ডাক দিয়েছ হে নকীব!
আমরা লাখো যুবক ভ্রষ্ট বিভ্রান্ত বদনসীব
চকিত চোখে তাকিয়েছি তোমার দিকে ফিরে।
প্রশ্ন যতো জেগেছিল আমাদের মনের তীরে
আল কুরআনের আলোকে শতাব্দী বিজয়ী বীর
সূক্ষ্ম সমাধান তার দিয়েছ তুমি শান্তধীর।
যুগের জগদ্দলে চাপাপড়া যুবকেরা ফের
পেয়েছি খুঁজে মুক্তির পথ মোস্তফা রসূলের।
ভগ্ন বিশ্বে ফের গড়েছ তুমি বিশাল জামাত
লক্ষ মানুষ ফের চায় আজ দীনের ইকামাত।
সব কিছু ত্যাগি জীবনে শুধু করেছ দীনের খিদমাত
পথহারা জনতাকে ফের দেখিয়েছ সীরাতে হিদায়াত।
খোদাদ্রোহী সভ্যতার বেদীতে হেনে কুঠারাঘাত
মানুষের দ্বারে পৌঁছিয়েছ দীনের সওগাত।
কাগজের পাতায় পাঠিয়েছ কালেমার বার্তা
উম্মাত তাই জেগেছে পুণ রাবাত থেকে জাকার্তা।
খোদার সন্তোষ লাভে ছিলো তোমার দুর্নিবার গতি
মর্দে মুজাহিদ কখনো মানেনা তো ঐহিক ক্ষতি।

তাগুত তোমায় শুনিয়েছিল নিষ্ঠুরতম বাঁশী
মর্দে মুমিন তুমি ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলে হাসি!
হে বীর! তোমার বিদায়ে তাই ফেটে যায় বুক
মাবুদ! তুমি দাও তারে ফেরদৌসে আলার চির সুখ।।

(১৯৭৯)

মনযিল

বুকের মধ্যে রাজ্যের যন্ত্রণা গুড় গুড় করে সারাক্ষণ
ক্রমশঃই বেড়ে চলে বয়স,
দূর নীলিমায় মিলিয়ে যায় 'বউ কথা কও' পাখি,
চেতনার সমুদ্রে ডুব দিয়ে উঠে
ঝাকে ঝাকে রাজহাঁস
জালালি কইতর বন্য হরিণ।
সঙ্গীহীন পথের হয়েছে শেষ অবশেষে
সরগরম সমুদ্রে সারি সারি পালের নৌকা,
জামাল! গুণ টানার দিন শেষ হয়েছে
বেশ হয়েছে পাল খাটাও
দীর্ঘ সফর হবে গেরাফী নিও সাথে।
বঙ্কিম পথের বাঁকে বাঁকে ভাসমান প্রদীপ
তোমাকে নিয়ে যাবে অব্যর্থ মনযিলে।
মাঝে মাঝে কান পেতে দিও
শুনবে ঃ
মুহুর্মুহু আওয়াজে মনযিল তোমাকে ডাকে!
ভয় পেয়োনা জামাল!
তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মনযিলগামী তুমি একা নও।
সম্মুখে এগুলেই দেখবে
দেশ দেশান্তর হতে ছুটে আসা তরণী
তোমার সাথি হবার দুর্নিবার বাসনা।
একই মনযিল হবে তোমাদের ঠিকানা।
সাবধান! আলেয়ার ষড়যন্ত্রে তোমরা পথ হারাবে না।
পথ নির্দেশক
জ্যোতির্ময় প্রদীপগুলোর শিখায়
লেখা থাকবে নাম ঃ
মালেক ইমরান বান্না ব্রেলবী
সাইয়েদ কুতুব
সাইয়েদ মওদূদী
ইবনে তাইমিয়া আফগানী
হোসাইন ইবনে আলী.....।

(১৯৭৯)

প্রভু আমাদের একটি ঈদ দাও

অনেক শতাব্দী আগে
এক ঈদের সকালে একটি নিঃস্ব বালক
রাস্তায় বসে কাঁদছিলো....
পথিক সম্রাট এলেন তাকে নিয়ে গেলেন।
কান্না থেমে গেলো তার
সে সুখী হলো।
এ বালকের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে।

আমাদের একালে ঈদের সকালে
অসংখ্য বালক রাস্তায় বসে কাঁদে
ওদের পাশ দিয়ে চলে যায়
জীপ, হোন্ডা, কার, বাস....
যন্ত্রদানবের কর্কশ শব্দ তরঙ্গে মিশে যায়
ওদের 'ভিক্ষা দিন' করুণ আর্তনাদ।
তবু নতুন জামা কাপড় দেয়া নেয়া হয়
তবু মাঠে মাঠে ঈদ হয়
কোলাকুলি হয়
এ বাসায় ও বাসায় যাওয়া আসা হয়।
কিন্তু ওরা জামা পায়না
ওদের ঈদ হয় না
ওদের সাথে কোলাকুলি হয় না
ওদের কথা ইতিহাসে অঙ্কিত হবে না।
দু'হাত তুলে মুনাজাত করি
প্রভু! আমাদের একটি ঈদ দাও!

(১৯৭৬)

তাঁর প্রভু যখন

তাঁর প্রভু যখোন নির্দেশ দিলেনঃ
'আত্মসমর্পণ করো'
তিনি বললেন ঃ 'আমি আত্মসমর্পণ করলাম
নিখিল বিশ্বের মালিকের জন্যে।'

বললেন ঃ 'পুত্র! প্রাণাধিক!
স্বপ্ন দেখেছি, তোমায় কুরবানি করি
ভেবে দেখো এতে রায় কি তোমার।'
পুত্র প্রিয় বললো ঃ 'আব্বু!
আপনার প্রতি জারিকৃত নির্দেশ প্রতিপালন করুন!
আমাকে পাবেন আপনি
ধৈর্যশীল– শান্ত ধীর।'
চোখ বেঁধে নিলেন তিনি এবং
ছুরি চালিয়ে দিলেন....

> ''নিশ্চয়ই আমার সালাত
> আমার কুরবানি
> আমার জীবন
> আমার মরণ
> নিখিল জাহানের মালিক
> আল্লাহ্‌র জন্যে..... ।''

ছুরি চালালেন তিনি
চোখ বন্ধ....
তিনি আল্লাহ্‌র খলীল– পরম বন্ধু!
প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠনালীতে,
ছুরি চালিয়ে দিলেন তিনি,
কুরবানি হয়ে গেলো
ছুড়ে ফেললেন ছুরি..... চোখ খুললেন
কুরবানি হয়ে গেলো
পুত্র নয় পুত্রের বিনিময়
মানুষ নয় মানব মুক্তির বলয়!

(১৯৭৮)

হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দী

(হিজরি পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনা দিনে

তুমি মহাকালের নায়ক হবে
মুহাজির নেতার মহিমায় পঞ্চদশ শতাব্দী
মহাকালের নায়ক হবে তুমি !

শির উঁচু করে দাঁড়াও হে শতাব্দী !
আবু বকরের দীপ্ত ঈমানের প্রত্যয়ী আত্মা নিয়ে,
ওমর ফারুকের ন্যায় দণ্ড
খালিদ বিন ওলীদের বীরাত্মা
উসমানের সাখাওয়াত
আলীর তাকওয়া আর
সালাহ উদ্দিনের হৃদয় নিয়ে দাঁড়াও হে শতাব্দী !

তোমাকে আসতে হবে বলেই
মালিকের দরবারে আমরা
অনেক প্রতিনিধি পাঠিয়েছি
সবুজ পাখির বেশে হে শতাব্দী !
সবুজ পাখির বেশে
আমাদের প্রতিনিধিবর্গের আবেদন শোননি কি তুমি?
হোসাইন ইবনে আলী সাঈদ বিন জোবায়ের
ইবনে তাইমিয়া জামালুদ্দিন আফগানী
হাসানুল বান্না সাইয়েদ কুতুব
মাদানী মালেক ইমরান এবং
তাদের সাথিদের সংখ্যা অফুরান।
তোমাকে আসতে হবে বলেই
মালিকের অসংখ্য পরিক্ষায় হে শতাব্দী
আমরা জীবনকে রেখেছি বাজি
সেসব পরিক্ষা রক্তের অক্ষরে
শতাব্দীর পাতায় পাতায় অঙ্কিত আছে
সে সব অগ্নি পরিক্ষার উপহার

তুমি। মহাকালের নায়ক তুমি
প্রভাতী সূর্যের নবীন আলোয়
শির উঁচু করে দাঁড়াও হে শতাব্দী
কুয়াশার বিচিত্র ধূম্রজাল দু'পায়ে দলে
দুর্বার বীরের বেশে
মহাকালের নায়ক শতাব্দী হে
আমাদের শিরায় শিরার তুমি জাগিয়ে দাও শিহরণ
ঢেউ তুলে দাও- তোমার আগমনে
নতুন করে আবার সাজাবো এই পৃথিবী
মন্ট্রিল থেকে জাকার্তা তুফান তুলে আমরা
বয়ে নেবো ঘরে ঘরে হেরার প্রদীপ
কদম কদম এগিয়ে চলো শতাব্দী হে
বেজে উঠুক তোমার জয়ভেরী !

তোমার আগমনে এই
জরাজীর্ণ চরাচরে আমরা গড়বো একটি নতুন পৃথিবী !
আমাদের প্রতিনির্ধিবর্গের দাবীর মুখে
শুভসংবাদ নিয়ে তুমি এসেছো দূত,
তোমার আগমন
হোক সফলকাম
হে শতাব্দী
আসসালা্ম আসসালাম।।
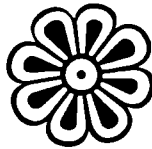
নেই কেন আসহাবুল বদর?

পদ্মা সেদিনও ছিলো আজো আছে
মেঘনা সেদিনও ছিলো আজো আছে
কর্ণফুলী সেদিনও ছিলো আজো আছে
তখনো বর্ষা শীত গ্রীষ্ম হতো এখনো হয়
তবে কেন শরীয়তুল্লাহ নেই?
শাহ মাখদুম নেই?
শাহজালাল নেই?
সেই টিএসসি বিশ্ববিদ্যালয় এখনো আছে
ধর্মহীন দেউলিয়া শিক্ষানীতি এখনো আছে
রেসকোর্সের সবুজ ঘাস এখনো আছে
তবে কেন আবদুল মালেকের রক্ত নেই?
রাজনীতির নামে ভাওতাবাজি এখনো আছে
হিটলার মুসোলিনী স্টালিন মেকিয়াভেলী এখনো আছে
মুন্সী মৌলভী মওলানা এখনো আছে
আলেম উলামা মাদ্রাসা খানকা এখনো আছে;
তবে কেন
মোস্তফা আলমাদানি
নেই শুধু?
খোদার সুরক্ষিত কিতাব হাতের মুঠোয় আছে
রসুলের হিদায়াত আছে
আবু জেহেল আবু লাহাব এখনো আছে
বনি কুরাইযার দুর্গ ফিলিস্তিনে এখনো আছে ;
তবে কেন নেই শুধু আসহাবুল বদর ?
নেই কেন ? নেই কেন ?

(১৯৭৫)

৬ই ফেব্রুয়ারির কাফেলা

দুর্বার পদাঘাতে চলো ছিন্ন করে চলো
কুয়াশার ধুম্রজাল !
তাওহীদের পতাকাবাহী হে কাফেলা
হে যুগের নওবেলাল !
অগ্রসেনা এগিয়ে যাও! বাজাও দামামা!
বাজাও বাজাও তূর্য !
তোমাদের শুভ যাত্রায় উদয় হোক পুণ
নবযুগের সূর্য !

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭)

আমাদের রীতি

আমাদের রীতি এরকমই দক্ষিণ সাগরে
নিম্নচাপ হলে বাংলাদেশে ঝড় হয়
ঝড়ের দেশের মানুষ আমরা
ধ্বংসলীলা আমাদের সইতে হয়, শীতের
সকালে চাদর গায়ে
উঠোনে গিয়ে বসি সোনালি রোদ্দুরে,
মেঘালয়ে বৃষ্টি হলে
বাংলাদেশে বন্যা হয় আমাদের লোকেরা
উঠেন মাচানে, প্লাবনে ভেসে আসা
সাপের কামড়ে বিযাক্ত হয়
আমাদের শরীর, কখনো খরায়
ধূসর করে ধানের ক্ষেত, মড়ক
লেগে ভেসে উঠে নদীর মাছ,
আমাদের রীতি অনেকটা
এরকমই, কারণ আমরা
বাংলাদেশের মানুষ।

(১৯৭৯)

স্বপ্নের ভেতর বেঁচে আছি

স্বপ্নের ভেতর বেঁচে আছি
স্বপ্নই আমাদের বাঁচা
মনের খাঁচায় বাঁচার স্বপ্নে
দ্রুত চলি
ধীরে চলি
ঝিমিয়ে পড়ি
ঘুমিয়ে পড়ি
লাফিয়ে উঠি
স্বপ্নীল আশায় বেঁচে আছি
স্বপ্নই আমাদের চলার গতি,
বাঁচার গতি, স্বপ্নই
আমাদের প্রগতি এবং আমাদের
স্বপ্নই দুর্গতি।
পথহীন ঘন অরণ্যে
কাঁটা বনে চলেছি পায়ে হেঁটে স্বপ্নের
সোনালি হরিণ
আমরা হাতিয়ে
আনবো বলে।

(১৯৭৪)

যদি কোকিল ডাকে

যদি কোকিল ডাকে
বুলবুলি যদি গায় গান
যদি কুরুয়াল আজও
দেয় ভোরের আজান–
সাথি আমার !
মিতা আমার !
তবু কি তুমি উঠবেনা জেগে?
আসবেনা কাছে?
গাইবেনা ঘুম ভাংগানির গান?
বন্ধু আমার !
দোস্ত আমার !
আজো আমি একাকী
বসে আছি পথের ধারে
ফিরে তুমি আসবে বলে
গিয়েছিলে যে পথে চলে !

সাথি আমার !
শুনবে নাকি আমার আহবান ?
যদি কোকিল ডাকে
বুলবুলি যদি গায় গান
যদি কুরুয়াল আজও
দেয় ভোরের আজান.... ?

(১৯৭৪)

সেই নাম

আজও হৃদয়ের কপালে বেদনা জাগায়
একটি নাম। আজও প্রান্তরে গেলে
আমার পিছে কেউ যেনো হেঁটে আসে
হঠাৎ কি কথা কয় যেনো কানে কানে
কয় যেনো 'আমারে কি পড়ে মনে ?'
তারপর কোথায় যেনো চলে যায়
উল্কার মতোন; করলেও যতন
থাকেনা কাছে। তবুও তো দেখি
অমাবশ্যার আঁধারে সে আমার হৃদয়ে
ঝলমল একটি নাম, সেই নাম–
যারে আমি ভুলিনা কখনো।

(১৯৭৯)

বুদ্ধি

আজকে আমার মাথায় এলো
মস্ত এক বুদ্ধি
সারা জীবন লিখেছি যতো
করবো সব শুদ্ধি।

(১৯৭৯)

কোটবাড়ি

এখানে শোভা অফুরান
যৌবনের অদম্য কোলাহলে প্রকৃতি তার
ভরা বুক দিয়েছে খুলে,
নীরব জনারণ্যে চলে মানুষ মানুষী পাশাপাশি একাকী।
কাঁঠাল কৃষ্ণচূড়া আর গজারীর
প্রতিযোগিতায় উঁকি মারে
আকাশের পাশে অনেক আকাশ।
খরাতপ্ত দখিনের বাতাস
নিরাবরণ খেলা করে বনসখীর মেলায়।
এখানে লালমাই শুয়ে আছে ঘুমিয়ে পড়া
শাওতাল কুমারীর মতো,
সোনালি নক্ষত্রের আকাশ যেনো
বীথিকার আড়ালে স্যালুলয়েডের পর্দার ভেতর
হিজলের ফুল অথবা ঝালরের মতো ঝুলে।
ভোরের আকাশ যখন ছুটে চলে দু'কদম, নিস্তব্ধ চরাচর
জেগে উঠে এখানে
হৃদয়ের সীমানা এঁকে বেঁকে, কঙ্কাবতীকে
নিয়ে এলে হয়তো বুদ্ধদেব
ভুলে যেতেন নিজস্ব নিবাসের কথা,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে
মালয় সাগরে অনেক ঘুরে জীবনানন্দ
আসতেন যদি এখানে ক্লান্ত প্রাণে,
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বনলতা সেন
অবশ্যি শুধাতেন ঃ এতোদিন কোথায় ছিলেন?
এখানে পাখি আসে
এখানে এলে পাখিদের গান আসে, যাবার কালে
বলে যায় আবার আসবে বলে, যৌবনের
অদম্য কোলাহলে
প্রকৃতি তার ভরা বুক দিয়েছে খুলে, সুদক্ষ
শিল্পীর তুলিতে আঁকা নিসর্গ এখানে
স্বর্গের মতো শায়িত সুবর্ণ শয্যায়।

(১৯৮২)

কবিরা

হ্যাঁ কবিরা এরকমই হৃদয়ের গভীর থেকে
গভীরে অন্তপুরে চরে বেড়ান হাঁটি হাঁটি
পা ফেলে হন হন করে ঘুরে বেড়ান
এখানে সেখানে দেখে নেন দেশলাই জ্বেলে,
হ্যা কবিরা এরকমই আদিগন্ত মরুর বুকে
পায়ে হেঁটে চলেন, কখনো সমুদ্র পাথারে
পাড়ি জমান, উড়ে যান আকাশে;
হ্যাঁ কবিরা এরকমই
রবাহুত বসে পড়েন প্রতিটি মজলিশে।

(১৯৭৬)